শকুন্তলা ও দেসদিমনা:

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী প্রবন্ধ 'শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমনা'-র দ্বিতীয় পর্ব 'শকুন্তলা ও দেসদিমোনা'-র আলোকে শকুন্তলা এবং শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি-নায়িকা দেসদিমোনা-র চরিত্রগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের এক তুলনামূলক নিচে তুলে ধরা হলো-

<u>শকুন্তলা ও দেসদিমোনার মধ্যে মূল সাদৃশ্যসমূহ</u>:

বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে এই দুই নায়িকার মধ্যে গভীর তুলনাক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, উভয়ের মিলগুলো নিম্নরূপ-

১) স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ:

উভয় নায়িকাই তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তটি নিজে নিয়েছিলেন—পারিবারিক বা গুরুজনের অনুমতি বা মতামতের অপেক্ষা না করে প্রেমে ও সম্পর্কে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন। গৌতমী শকুন্তলা সম্পর্কে দুষ্মন্তকে যা বলেছিলেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করে দেসদিমোনা সম্বন্ধেও ঠিক তাই প্রযোজ্য।

২) বীরপুরুষের প্রতি আকর্ষণ ও বীর্য্যের মোহ:

উভয় নায়িকাই সাধারণ কোনো পুরুষ নয়, বরং অসাধারণ বীরপুরুষদের ভালোবেসেছিলেন। তাঁদের এই প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র "দুরারোহিণী আশালতা" বলে অভিহিত করেছেন, যা কোনো "মহামহীরুহ"—যথা দুষ্মন্ত ও ওথেলো—অবলম্বন করে উপরে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, রূপের মোহ অপেক্ষা বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর অনেক বেশি বলবান। মহাকবিরা (যেমন মহাভারতের কৃষ্ণ বা শেক্সপিয়র) এই গূঢ় তত্ত্ব জানতেন।

৩) ভাগ্যের বিপর্যয় ও পতিকর্তৃক বিসর্জন:

দুটি চরিত্রের ক্ষেত্রেই পরিশেষে তাদের সেই "দুরারোহিণী আশালতা" ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। উভয়েই নিজ নিজ স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত ও বিসর্জিত

হয়েছিলেন। সংসার যে অন্যায়, অনাদর ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ, তা এই দুই নায়িকার জীবনে মর্মান্তিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সংসারে যাঁরা আদরের যোগ্য, অনেক সময়ই তাঁরাই সবচেয়ে বেশি অনাদর ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হন; আর এই চরম দুঃখের মাধ্যমেই মনুষ্যপ্রকৃতির উচ্চাশয় মনোবৃত্তিগুলো সম্যক্ স্ফূর্তি লাভ করে।

৪) স্নেহশীলতা ও অটল সতীত্ব:

উভয় নায়িকাই পরম স্নেহশীলতা এবং পবিত্র সতীত্বের মূর্ত প্রতীক। লঘু প্রকৃতির সাহিত্যিকদের সাধারণ নায়িকাদের মতো সামান্য কোনো লৌকিক প্রলোভনে তাঁরা স্বামীভ্রমণকারী বা চঞ্চলচিত্ত ছিলেন না। পতিচিন্তায় এমনভাবে মগ্ন ছিলেন যে, ঋষি দুর্লভের ভয়ঙ্কর অভিশাপের বাণীরূপ "অয়মহন্তোঃ" শব্দও শকুন্তলার কান ভেদ করতে পারেনি। অন্যদিকে, স্বামীর সমস্ত অত্যাচার, প্রহার ও কলঙ্কের মধ্যেও দেসদিমোনার মনে স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র নড়চড় হয়নি।

<u>শকুন্তলা ও দেসদিমোনার মধ্যে মূল বৈসাদৃশ্যসমূহ</u>:

১. চরিত্রসৃষ্টির পটভূমি ও পারিপার্শ্বিকতার পার্থক্য:

শকুন্তলা এক শান্ত, স্নিগ্ধ ও পবিত্র তপোবনভূমির কোলে লালিত-পালিতা। বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা হলেও ঋষি কণ্বের স্নেহে, হরিণকিশোরের সাথে খেলা করে এবং লতাপাতা সিঞ্চন করে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। তাঁর চারপাশের প্রকৃতি ছিল শান্ত, নির্মল ও স্নেহময়।

> দেসদিমোনা ভেনিসের এক কুলজাত ডজ-কন্যা (Senator Brabantio's daughter)। তিনি তপোবনের কোনো নির্জন কোণে নন, বরং তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের রাজনীতি, আভিজাত্য, এবং সংঘাতময় সংস্কৃতির মাঝে বড় হয়েছেন। তাঁর পারিপার্শ্বিকতা অত্যন্ত জটিল এবং মানবীয় চাতুর্যে পরিপূর্ণ।

২. প্রেমের উদ্ভব ও প্রকাশের প্রকৃতি :

শকুন্তলার প্রেম ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। তপোবনে রাজা দুষ্মন্তের হঠাৎ আগমন, মৃগয়া উপলক্ষে সান্নিধ্য, এবং পারস্পরিক দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম হয়। এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কোমল ও ভারতীয় সংস্কৃতির পবিত্র ব্রতচারী ভাবনায় মোড়া।

দেসদিমোনার প্রেম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ও সাহসিকতাপূর্ণ। তিনি ওথেলো নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ, বয়স্ক সেনাপতির বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধজীবনের গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নিজের ইচ্ছায় লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। এখানে সামাজিক প্রথা ও পিতৃআজ্ঞার বিরুদ্ধে এক প্রবল বিদ্রোহী ও আবেগময় সত্তার প্রকাশ দেখা যায়।

৩. চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও মানসিক গঠন :

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, শকুন্তলা হলেন ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ রূপ—যিনি লাজুক, শান্ত, পরোপকারী এবং গুরুজনদের প্রতি বিনীত। তাঁর আচরণে তপোবনের স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রথমাংশে তিনি চঞ্চলা হলেও বিবাহ ও তপোবন ত্যাগের সময় তাঁর অন্তরের যে বেদনা ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পায়, তা অনন্য।

দেসদিমোনা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, স্বাধীনচেতা এবং গভীর ভালোবাসায় আস্থাশীল এক নারী। ওথেলোর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অন্ধ এবং নিঃশর্ত। স্বামী তাঁকে সন্দেহ করলেও এবং চরম অপমান করলেও দেসদিমোনার ভালোবাসার এতটুকু নড়চড় হয়নি।

৪. পিতৃনিয়ন্ত্রণ ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব :

শকুন্তলা কণ্ব ঋষির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল ও অনুগতা। তপোবনের নিয়ম এবং পিতৃস্নেহের ছায়ায় থেকে তিনি বড় হয়েছেন। দুষ্মন্তের সাথে তাঁর গান্ধর্ব মতে বিবাহ হলেও কণ্বের অনুমোদনের ওপর তাঁর অন্তরের স্বীকৃতি নির্ভর করছিল।

দেসদিমোনা পিতাকে (ব্রাবান্টিও) ভালোবাসলেও প্রেমের ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং পিতার অমতেই ওথেলোকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই জায়গায় দেসদিমোনা শকুন্তলার চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক ও স্বাধীনচেতা।

৫. ভাগ্যের বিড়ম্বনা ও ট্র্যাজেডির স্বরূপ :

শকুন্তলার জীবনে অভিশাপের কারণে দারুণ দুর্ভোগ নেমে আসে—দুষ্মন্ত তাঁকে অস্বীকার করেন, গর্ভবতী অবস্থায় তাঁকে অপমানিত হতে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে শকুন্তলার কাহিনী ট্র্যাজেডিতে পর্যবসিত হয় না, বরং তপোবনের পবিত্রতা এবং ভাগ্যের চাকা ঘুরে শেষ পর্যন্ত মিলনের আনন্দময় রূপ লাভ করে (সুখান্তক পরিণতি)।

দেসদিমোনার ভাগ্য অত্যন্ত নির্মম। ইয়াগোর ষড়যন্ত্র এবং ওথেলোর অন্ধ সন্দেহের শিকার হয়ে তাঁকে নির্মমভাবে প্রাণ হারাতে হয়। তাঁর চরিত্র সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাজেডির আবর্তে বন্দি, যেখানে নির্দোষ হয়েও তাঁকে স্বামীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

৬. অপরাধহীনতা ও ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিণতি :

শকুন্তলা তাঁর কোনো দোষ ছাড়াই রাজা দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন (দুর্বাসা ঋষির অভিশাপের কারণে)। কিন্তু তাঁর এই কষ্ট সাময়িক এবং তপোবনের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে তা দূর হয়।

দেসদিমোনা সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পতিব্রতা হওয়া সত্ত্বেও ওথেলোর হিংস্র ও অন্ধ সন্দেহের বলি হন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও তিনি তাঁর স্বামীর অপরাধ ঢাকতে সচেষ্ট ছিলেন, যা তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব এবং ট্র্যাজেডির গভীরতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

৭. বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত বৈসাদৃশ্য :

- বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই নারীর তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, **শকুন্তলা** হলেন প্রাচ্য সংস্কৃতির নারী—যিনি ধর্ম, সমাজ, প্রকৃতি এবং তপোবনের শৃঙ্খলার মধ্যে নিখুঁত সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিকশিত হয়েছেন।
- পক্ষান্তরে, **দেসদিমোনা** হলেন পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের এমন এক চরিত্র—যিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, তীব্র আবেগ, এবং ট্র্যাজিক পরিণতির এক অনন্য নিদর্শন। দেসদিমোনার চরিত্রে যে স্বাধীন সত্তা ও প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের জেদ দেখা যায়, তা শকুন্তলার শান্ত রূপের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর।

সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, মানসিক গঠন, আত্মসম্মানবোধ, প্রকাশভঙ্গি এবং নাট্যরীতির দিক থেকে শকুন্তলা ও দেসদিমোনা সম্পূর্ণ আলাদা

মেরুর দুই নারী। এভাবেই বিশ্বসাহিত্যের এই দুই অমর চরিত্রকে তুলনার কষ্টিপাথরে বিচার করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যধারার এক তুলনাহীন নান্দনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।